সংবাদ পরিষেবা

অক্টোবর ২০১৫

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

রাম ! গঙ্গা

২১/৩৬

মোরাদাবাদে বৈদ্যুতিন-বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলো থেকে চারপাশ বিষিয়ে যাচ্ছে। মোরাদাবাদ জায়াগাটা উত্তরপ্রদেশে, রামগঙ্গা নামে একটা নদীর ধারে। রামগঙ্গা নদীটা গঙ্গার একটা বড় শাখা নদী, এই নদীটার জল আর মোরাদাবাদের মাটিতে বেশ ভারি ধাতুর বিষ পাওয়া গেছে। এই সমীক্ষার কাজটা করেছে দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এরভায়রনমেন্ট। বিষের মাত্রা জানার দেশে কোনো মাপকাঠি না থাকায় কানাডা-মার্কিন নিরিখ দিয়ে এই বিষ মাপা হচ্ছে। মাটির নমুনায় এই বিষয়ের পরিমাণে দস্তা স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫ গুণ, তামা ৫ গুণ, ক্রোমিয়াম ২ গুণ আর ক্যাডমিয়াম ১.৩ গুণ। পাওয়া গেছে আর্সেনিকও। এই সমীক্ষার জন্য নদীর ৪ জায়গা থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছে। এইভাবে বিষ বাড়ার ফলে ওখানে কঠিন রোগ বাড়ছে, ক্যান্সার বাড়ছে। সমীক্ষকরা বলছে, সরকারের হস্তক্ষেপ দরকার, শক্ত-পোক্ত নীতি দরকার।

কিশলয় প্রথম ভাগ

২১/৩৭

ছোটদের প্রকৃতির কাছাকাছি রাখা আর প্রকৃতিকে বাঁচানো শেখাতে স্কুলে স্কুলে নার্সারি করানোর একটা উদ্যোগ নিয়েছে পরিবেশ -বন ও জলবায়ু বদল মন্ত্রক। এইজন্য তারা একটা প্রকল্প বানিয়েছে। নাম দিয়েছে স্কুল-নার্সারি-যোজনা। আগামী তিন বছরে এইজন্য দশহাজার স্কুল বেছে কাজ করা হবে। স্কুলগুলোকে এইজন্য প্রথম বছর দেওয়া হবে পঁচিশ হাজার টাকা আর পরের দু বছর দেওয়া হবে দশ হাজার করে। ছোটরা তাদের পড়াশোনা বা পড়াশোনার বাইরের পড়াশোনা হিসেবে স্কুল চত্বরে নার্সারি বানাবে, বীজ পুঁতবে, চারা বড় করবে।

টেরর আইল্যান্ড

২১/৩৮

প্রশান্ত মহাসাগরের কিরাবতি দ্বীপটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। আবার ওই দ্বীপটার মানুষজন সাগরের জল বাড়ারও ভয় পাচ্ছে। তারা বলছে নতুন কয়লাখনি খোঁড়া আর পুরোনো কয়লাখনি বাড়ানো কোনোটাই ভালো না । কারণ কয়লা পোড়ানো থেকে বরফ গলছে। বরফ গলে সাগরে পড়ছে। তার ফলে তাদের দ্বীপটা ডুবতে পারে। এই কিরাবতিতে এক লাখ লোক থাকে। কিরাবতির প্রেসিডেন্ট বিশ নেতৃত্বকে কয়লাখনি নিয়ে স্থগিতাদেশ-এর ব্যবস্থা করার জন্য লিখেছেন।

কাচের সূর্য

২১/৩৯

কাচের মতো পরিষ্কার একটা সৌর কোষ বানিয়েছে মিশিগান স্টেট ইউনির্ভাসিটির গবেষকরা। যেটা জানলা বা মোবাইল ফোন- এর ঢাকনা সব কিছুই হতে পারবে। ওই গবেষকরা বলছেন, যেইসব আকাশছোঁয়া বাড়িতে প্রচুর জানলা বা যে মোবাইল ফোন ই-রিডার হিসেবে কাজ করবে সব জায়গাতেই এই কোষ লাগিয়ে বেশ শক্ত পাওয়া যাবে।

ব্লোইং ইন দ্য উইন্ড...

২১/৪০

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় কাজকর্ম করতে যত বিদ্যুৎ লাগে তার পুরোটাই নবীকরণযোগ্য শক্তি থেকে আসবে। ২০২৫ সালের ভেতর এর পূরো ব্যবস্থাটা তৈরি করে ফেলা হবে। এর মধ্যেই নব্বই ভাগ সংস্কার আগামী পাঁচ বছরের ভেতর করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এইজন্য বড় বড় হাওয়া কল আর সৌরচুল্লির প্রকল্প নেওয়া হবে। এর ফলে কার্বন -মুক্ত বিদ্যুৎ তৈরি হবে, গ্রিন হাউস গ্যাস কমবে।

বালির মতো কঠিন

২১/৪১

ঠিকঠাক করে খনি খোডা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে একটা নিয়মবিধি বানাতে বলেছিল। সরকার বালি আর নুড়িপাথর খাদান নিয়ে সেই বিধি বানিয়ে ফেলেছে। এই বিধিটায় বালি বা পাথর তোলার জন্য অনুসন্ধান ও নকশা বানাতে আধুনিক কারিগরি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। পাওয়া খনি থেকে কতটা বালি পাওয়া যাবে,বলা হয়েছে তা আগে থেকে হিসেব করতে। নিয়মবিধিটায় খাদানে গোষ্ঠী অধিকার,খাদান খোডার আগে পরিবেশ নিয়ে ছাড়পত্র বেআইনি বালি তোলায় বড় অঙ্কের জরিমানা-গাড়ি ও সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদির পক্ষে কথা বলা হয়েছে।

হু...ম...!

২১/৪২

কীটনাশক নিয়ে কাজ রাশ টেনে করলে চাষির আত্মহত্যা কমবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এইটা সমীক্ষা করে দেখেছে। এই সমীক্ষাটা তারা করেছে তামিলনাড়ুর দুটো গ্রামে। গ্রাম দুটোর নাম কান্দামঙ্গলম আর কুরুনগুড়। ওইখানে গ্রামদুটোর মাঝামাঝি জায়গায় কীটনাশক মজুদঘর করা হয়েছিল। মজুদঘর থেকে কীটনাশক দেওয়া-নেওয়ার সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এই সমীক্ষাটা হয় ২০১০-১১ ধরে। সমীক্ষাটার পর দেখা যায় ওখানে আত্মহত্যার হার কমেছে। যেখানে বছরে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১ লাখে ৩৩ জন, সমীক্ষাটার পর তা লাখে পাঁচজনে দাঁড়িয়েছে।

কালসাগর !

২১/৪৩

যদি এর ভেতর জঞ্জালমুক্ত না করা হয় তবে ২০৫০ সাল থেকে সমুদ্রের নিরানব্বই ভাগ পাখি খালি প্লাস্টিক খাবে। এই পাখির ভেতর আছে পেঙ্গুইন, গাল, অ্যালবাট্রস প্রভৃতি। এইসব ধরা পড়েছে একটা সমীক্ষায়। সমীক্ষাটায় সাগরের ষাট ভাগ পাখির পাকস্থলী ও তার আশপাশে প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। খাবার ভেবে পাখি জ্বলজ্বলে প্লাস্টিক খেয়ে ফেলেছে, কখনো খাচ্ছে পাকেচক্রে। এর ফলে পাখির পাকস্থলীতে রোগ হচ্ছে, ওজন কমছে, পাখি মরেও যাচ্ছে। এই সমীক্ষাটা করেছে অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অর্গানাইজেশন।

আলো বাতাস

২১/৪৪

কেন্দ্রীয় সরকার সাগরের ধার দিয়ে হাওয়া থেকে বিদ্যুৎ বানানোর জাতীয় নীতির খসড়াকে অনুমোদন দিল। এর ফলে সাগরের ধার দিয়ে ২.১৭ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার-মানে ২০০ নটিক্যাল মাইল ধরে কাজ হবে। হিসেব করে দেখা গেছে এর ফলে ৫০০ গিগা ওয়াটের মতো বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

শুগারে মেথি ?

২১/৪৫

মেথি দিয়ে রান্না করলে রান্নায় বেশ স্বাদ হয়। আবার মেথির নানারকম ওষুধ গুণও আছে। যেমন মেথির লাড্ডু বানিয়ে খেলে প্রসূতি মায়ের বুকের দুধ বাড়ে, স্বাস্থ্য ভালো হয়। মেথি দিয়ে হাড়ের সমস্যার চিকিৎসা হয়, মেথি ভেজানো জল খেলে উপকার হয় ব্লাড শুগারে, মেথিতে রোগ প্রতিরোধ শক্তিও বাড়ে। এইসব কথা বেরিয়েছে ২০১৪-র ভেটেরিনারি ওয়ার্ল্ড, ২০১৫-র ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন রিসার্চ ইত্যাদি পত্রে।

এ কী রে !

২১/৪৬

জলবায়ু বদলের ফলে ফসল নষ্ট করার পোকা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে।আলুর পোকা কলোরাডো পোট্যাটো

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বিটল আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ফ্রান্সে ঢুকেছিল। সেখান থেকে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার অনেক দেশে পোকাটা গেছে। তারপর আবার ইউরোপ-এশিয়া থেকে কাজাখাস্তান হয়ে চিন ঘুরে রাশিয়ায় গেছে। এই ঘটনাটা ১৯৫০ থেকে ১৯৯০,চল্লিশ বছর ধরে ঘটেছে। এইসব দেখেছেন ইংল্যান্ডের এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডান বেবার। ফসল-পোকার এইরকম অদ্ভুত আচরণ দেখছে আরো অনেক গবেষক ,আর ডান বেবার-এর গবেষণাটা বেরিয়েছে অ্যানুয়াল রিভিউ অব ফাইটোপ্যাথলজি পত্রের আগস্ট, ২০১৫ সংখ্যায়।

কর্ণধার কর্নাটক

২১/৪৭

কর্নাটকে বেশ ভালো করে জৈব চাষ হচ্ছে বহুদিন ধরে। এখন ওখানে ৮২,০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয় । এতটা জমিতে চাষের পাশাপাশি ওখানে জৈব খাবারের অনেক রেস্তোরাঁও হয়েছে। ওখানেই এখন ভারতের এই জাতীয় খাবারের সবচেয়ে বড় রেস্তোরাঁ। একেবারে ২,৩২২ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে। যার নাম গ্রিন পাথ অর্গানিক এস্টেস্ট। কেবল বেঙ্গালুরুতেই ২০১৩ থেকে এইরকম রেস্তোরাঁ আছে ১০০টি। গত ১০ বছর ধরে কর্নাটকে জৈব চাষ নিয়ে কাজকর্ম চলছে।এইসব তারই ফল ।

ঝাঁঝ !

২১/৪৮

জিন সরষে চাষ করবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেছে। আগে মানে ২০০২ সালে সরকার জিন সরষে চাষ করবে না বলেছিল। এখন বলছে করবে। এইদিকে সুপ্রিম কোর্ট-এর বিশেষ কমিটি উপযুক্ত প্রকৃতি-নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে এই চাষ কোনোভাবে করা যাবে না বলে জিনশস্য নিষিদ্ধ করেছে। আবার এই সরষে যে বানিয়েছে সেই দিপক পেন্টাল বলছে,ক্যানোলা যা কিনা একই কারিগরির তৈরি,যার থেকে তেল বানাতে কানাডা ও আমেরিকায় কোনো পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে না, সরষে থেকে হবে কেন ?

কিন্তু জিনশস্যের সমর্থকরাই বলেছে, একটা জিনশস্যের নিরাপদ চাষ-এর ফলাফল অন্য জিনশস্য চাষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই ঠিক না। সরকার এবার কী করবে কে জানে...

বৃক্ষপুরাণ

২১/৪৯

দিল্লির সরকার দিল্লি-জুড়ে গাছ গুনবে বলে ঠিক করেছে।এই গাছ গোনার কারণ দিল্লিতে কতটা সবুজ আছে সেটা বের করা।এর আগেও দিল্লির গাছ গোনা হয়েছে,তবে সেটা খালি কয়েকটা অঞ্চলের মোট গাছ কত তার হিসেব বের করা। এই গাছ-শুমারি কেমন করে হবে তার একটা নকশা এর ভেতরই বানানো হবে। এই কাজটা সরকারের একা করা সম্ভব না,তাই দিল্লির নানা নাগরিক কল্যাণ সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এই কাজে অংশ নিতে হবে। এই শুমারিতে গাছ গোনার সঙ্গে সঙ্গে গাছের রোগভোগ নিয়েও যত্ন নেওয়া হবে।

কাষ্ঠহাসি

২১/৫০

দূর্গাপুরে একটা জায়গায় একসঙ্গে ৮২৭৫টা আস্ত গাছ কেটে ফেলা হয়েছে।এই কেটে ফেলার কাজটা করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্টল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট নিগম।এই কাজে সরকারের অনুমতি আছে। দি আসানসাল-দূর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটি এইরকম একটা ঘটনা কেন ঘটাল সেইটা সেভাবে জানত না। এইদিকে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউন্যাল-পূর্বাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে জবাবদিহি চেয়েছে । ট্রাইবিউন্যাল একটি অর্ন্তবর্তীকালীন ফতোয়াও জারি করেছে যাতে এই কাজটা আর না এগোয়। ওদিকে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে,গাছগুলো কাটা হয়েছে কারণ গাছগুলো কম পরিবেশ-বান্ধব ছিল, এখন ওই জায়গায় বেশি পরিবেশ-বান্ধব গাছ লাগানো হবে।

উৎকলবর

২১/৫১

রাউড়কেল্লার একটা হোটেল ওড়িশা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বন্ধ করে দিল। বন্ধ করার কারণটা হল হোটেলটায় সোয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর ব্যবস্থা নেই। হোটেলগুলোয় এই সোয়ারেজ ট্রিটমেন্ট বসানো ওড়িশায় এখন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ওইখানে এখন আরো উনিশটা হোটেল পর্ষদের খারাপ নজরে আছে। এই হোটেলগুলো নাকি প্ল্যান্ট বানানো নিয়ে নিয়ম মানেনি।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

পাখি ও মানুষের গল্প !

২১/৫২

দিল্লির ওখলা পাখিরালয়ের চারপাশটা কিছুটা করে ফাঁকা রাখতে হবে। এই ফাঁকা জায়গায় কোনো ঘরবাড়ি থাকবে না। এইসব করা হবে পাখিদের ভালো রাখতে।একে বলা যায় নিরাপদ-পরিবেশ-পরিসর মানে ইকো-সেনসিটিভ জোন। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউন্যাল এইজন্য একটা হুকুমনামা জারি করে পাখিরালয়ের চারপাশে উঠতে থাকা ইমারতগুলোর ফ্ল্যাট-মালিকানা হস্তান্তর বন্ধ রাখে। তারপর পরিবেশ মন্ত্রক এক বিধিনিয়ম বানায়। বিধিনিয়মের এই খসড়া ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ এখন মঞ্জুর করেছে। তবে খসড়াটা চূড়ান্ত রূপ পেতে আরো খানিক সময় লাগবে। চারপাশের ফাঁকা জায়গা নিয়ে বলা আছে যে, পাখিরালয়ের পুব-পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে ১০০ মিটার আর উত্তর দিকে ১.২৭ কিলোমিটার করে জায়গা খালি রাখা হবে। খসড়া মঞ্জুর হতে এক বছর সময় লাগল। ওইদিকে যারা ফ্ল্যাট নেবে তারা এই একবছর ধরে ব্যাঙ্ক-এ কিস্তিও দিয়ে যাচ্ছিল আবার উৎকণ্ঠাতেও ছিল। খসড়া মঞ্জুর-এর খবর বেরোনোয় পাখি ও মানুষ দুজনেই বাঁচল।

ঘাট হয়েছে

২১/৫৩

মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ১৭,৩৪০ বর্গকিলোমিটারকে পরিবেশ-নিরাপত্তা-পরিসর বা বাইঅলাজিক্যাল সেনসিটিভ এরিয়া বলে আলাদা করা হল। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া,কর্নাটক, কেরল ও তামিলনাড়ু মিলিয়ে পশ্চিমঘাটের যে ৫৬,৮২৫ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল, মহারাষ্ট্রের এই অংশটা তার একটা ভাগ। পরিবেশ মন্ত্রক বলেছে, তারা পশ্চিমঘাটে টহলদারি বসাবে। এই জন্য যে আদেশনামা বেরিয়েছে সেখানে বলা আছে যে, এই নির্দিষ্ট জঙ্গলে কোনো কারখানা,খনি, খাদান, তাপবিদ্যুৎ চুল্লি বা চালু কারখানার জায়গা বাড়ানো এইসব কোনো কিছুই করা যাবে না।

ন তু ন | ব ই

পাঁচ সবজি বীজের কুলুজি। পাঁচে পঞ্চবাণ। পাতা থেকে পাতায়, পাঁচ সবজির ২৭ জাত। ৪ শাক, ৫ লংকা, ৫ কুমড়ো, ৬ শিম ও ৭ বেগুন। এক-একটা পাতা ধরে এক-একটা সবজি, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়। সবজি ধরে ধরে বোনার সময়-পদ্ধতি, বীজ ও উৎপাদনের হার, সহ্যক্ষমতা ও ফসল তোলার সময় একেবারে বিস্তারিত। শেষ পাতায় আবার এইসব বীজ পাওয়ার হালহদিস।

দেশজ বীজ পুস্তকমালার ধারাবাহিক প্রকাশনায় এটি প্রথম বই।

৭/৪.২ সাইজ ।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ২৮ পাতা ।। ৪০ টাকা

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু